21 AUG 1990
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক সংবাদ

30

অভুক্ত শিক্ষক বনাম সরকারী বদান্যতা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সরকার এক সার্কুলার দিয়ে জানিয়েছেন যে, চলতি বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে পৌর এলাকা-বহির্ভূত সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক, নিম্ন/মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরতা সকল ছাত্রীকে প্রতিষ্ঠানের দেয় বেতন দিতে হবে না।

এক কথায় উক্ত ক্যাটাগরির সকল ছাত্রী ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার অধিকারী।

১৯৯০ সালকে জাতিসংঘের ঘোষিত কন্যাবর্ষ এবং ইউনেস্কোর সাক্ষর দশক সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। সমাজে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত সুযোগদান নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং প্রশংসার যোগ্য।

কিন্তু সরকারী এই পদক্ষেপ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যবস্থা চোখে পড়ে না।

যে সমস্ত স্কুল সরকারী সেখানে এই নির্দেশ কার্যকর করতে কোন অসুবিধা নেই। সরকারী স্কুলে একটা নামমাত্র বেতন ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা হয় এবং সরকার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেন।

সেখানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়েছে বিপাকে। আর বেসরকারী স্কুলের সংখ্যাই অধিক। বিশেষত পৌর এলাকার বাইরে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই বললেই চলে।

জানুয়ারী থেকে মেয়েদের অর্থাৎ ছাত্রীদের নিকট থেকে বেসরকারী স্কুলে বেতন নেয়া হচ্ছে না। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা একটা সরকারী অনুদান পান। বাকী বেতন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যয় ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে নির্বাহ করতে হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে বেসরকারী স্কুলের আয় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। তার অর্থ শিক্ষকদের বেতনও বাকী পড়ছে। এটা চলছে গত ৭ মাস ধরে।

সরকার আদেশ দিয়ে খালাস। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের বেতন বন্ধ করার পর বিদ্যালয়গুলোর তদনুপাতে অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। যদিও সরকারী নির্দেশে বেসরকারী স্কুলের ছাত্রী-বেতন মওকুফের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা রয়েছে।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছে বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে। সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। সুতরাং বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারী অনুদান ব্যতীত স্কুল থেকে গত ৭ মাস বেতন পাননি।

আর অনুদানের টাকাটা যদি তারা মাসান্তে নিয়মিত পেতেন, তাহলেও শাকান্ন খেয়েও না হয় 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' এই সুবচন সম্বল করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। মাসান্তে অনুদানের অর্থ দেয়ার নির্দেশ সরকার দিয়েছেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অবস্থাটা আগের মতই আছে।

ফলে ঘরে বাইরে সরকারের এই পদক্ষেপ উচ্চপ্রশংসিত। কিন্তু হতভাগ্য বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা নিন্দুকের স্তরে রয়ে গেলেন। সরকার প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা এতদিনেও করতে পারলেন না কেন? ৮ লাখের উপর ছাত্রী-বেতন বঞ্চিত প্রাথমিক স্কুল মিলিয়ে হাজার পনেরো বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কী অবস্থায় এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে জাতির মেরুদণ্ড গড়ার কাজটা চালিয়ে যেতে খালি পেটে হিমশিম খাচ্ছেন, তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন সরকার এখনও মনে করছেন না। করলে ছাত্রী-বেতন হিসাবে প্রাপ্য টাকাটা কীভাবে পূরণ করা হবে তা দীর্ঘ ৭ মাসেও জানানো হল না কেন?